রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ০১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৯ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.১৬৬—বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু কিংবদন্তি সাংবাদিক মি. সায়মন ড্রিং গত ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

২। মি. সায়মন ড্রিং-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১১ শ্রাবণ ১৪২৮/২৬ জুলাই ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১১ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৬ জুলাই ২০২১

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু কিংবদন্তি সাংবাদিক মি. সায়মন ড্রিং গত ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

মি. সায়মন ড্রিং ১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী এই ব্রিটিশ সাংবাদিক থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ওয়ার্ল্ড সংবাদপত্রে সম্পাদনা সহকারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি লাওস থেকে নিউইয়র্ক টাইমসের স্ট্রিংগার, ভিয়েতনামে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদ প্রতিনিধি, ডেইলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্র এবং বিবিসি টেলিভিশন নিউজের বিদেশি সংবাদদাতা হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করেন। তিনি বিবিসি টেলিভিশন ও রেডিও'র সংবাদ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করেছেন প্রায় দুই দশক।

পেশাগত জীবনে তিনি ২২টি যুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের সংবাদ ও প্রতিবেদন কাভার করেছেন। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, মি. সায়মন ড্রিং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যার তথ্য ও প্রতিবেদন বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন; যা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্র, আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী মি. সায়মন ড্রিং তাঁর কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ ও স্বীকৃতির মধ্যে রয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে 'ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টার অব দ্য ইয়ার'; ইরিত্রিয়া যুদ্ধের ওপর 'ভ্যালিয়ান্ট ফর ট্রুথ'; কুর্দিদের বিরুদ্ধে তুরস্কের যুদ্ধের প্রতিবেদনের জন্য 'সনি' এবং হাইতিতে আমেরিকান আগ্রাসনের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে 'নিউইয়র্ক ফেস্টিভ্যাল গ্র্যান্ড প্রাইজ' অর্জন।

স্বাধীন বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিকাশে তিনিই প্রথম গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে বাংলাদেশের টিভি সাংবাদিকতার ইতিহাসে নতুন ধারার সূচনা করেন। এছাড়া দেশের প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টিভির পরিচালক হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বিশেষ অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করেন।

মি. সায়মন ড্রিং-এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারাল এবং বিশ্বের নির্ভীক সাংবাদিকতার অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা মি. সায়মন ড্রিং-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd